

12380 - কাযা (ভাগ্য) ও তাকদীর (নয়তি) এর প্রতি ঈমান

প্রশ্ন

ইসলামে ধৈর্যের মর্যাদা। কোন কোন ক্ষেত্রে একজন মুসলমিকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

কাযা (ভাগ্য) ও তাকদীর (নয়তি)- এর প্রতি ঈমান ঈমানের অন্যতম একটি রিকোন (মূলস্বত্মভ)। কোন মুসলমিরে ঈমান ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে বিশ্বাস করে যে, যা ঘটছে সেটা ঘটতই ঘটত। আর যা ঘটেনি সেটা কল্পিতই ঘটত না। এই বিশ্বাস করে যে, সবকিছু আল্লাহর কাযা ও তাকদীর অনুযায়ী ঘটে থাকে। যমেনটি আল্লাহ বলছেন: “আমি প্রত্যেক বস্তুকে তাকদীর অনুযায়ী সৃষ্টি করছি।”[সূরা ক্বামার, আয়াত: ৪৯]

আর ঈমানের সাথে ধৈর্যের সম্পর্ক মাথার সাথে যমেন দহেরে সম্পর্ক। ধৈর্য একটি মহৎ গুণ। যার প্রতিফল প্রশংসতি। ধৈর্যধারণকারীগণ বিনা হিসাবে তাদের প্রতিফল গ্রহণ করবেন। যমেনটি আল্লাহ তাআলা বলছেন: “ধৈর্যশীলদেরকেই তো তাদের পুরস্কার পূর্ণরূপে দেয়া হবে বিনা হিসাবে।”[সূরা যুমার, আয়াত: ৯]

এই জমনি, কথিবা নজিরে জানরে উপর, কথিবা সম্পদরে উপর, কথিবা পরবার-পরজিনরে উপর কথিবা অন্য যা কিছু উপর যত ধরণে বপিদ-আপদ ঘটবে, ফতিনা-ফাসাদ আপততি হয় আল্লাহ তাআলা সসেব ঘটীর আগই সে সম্পর্কে জানেন এবং সেটা তনি লিওহে মাহফুযে লিখে রেখেছেন। যমেনটি তিনি বলছেন: “পৃথিবীতে ও তমোদরে জানরে উপর যে বপিদই আসুক না কেনে আমরা তা সৃষ্টি করার আগই কতিবে লপিবিদ্ধ আছে।”[সূরা হাদীদ, আয়াত: ২২]

মানুষ যসেব মুসবিতরে শকির হয় সেটা তার জন্ম মঙ্গলজনক সে তা জানতে পারুক বা না পারুক। কেননা আল্লাহ যা তাকদীর বা নরিধারণ করছেন সেটা মঙ্গল ছাড়া আর কিছু নয়। আল্লাহ বলেন: “আপনি বলুন, আমাদেরকে কোন কিছুই আক্রান্ত করবে না, কিন্তু আল্লাহ যা লিখে রেখেছেন সেটা ছাড়া; তিনি আমাদের কার্বনরিবাহক। অতএব, মুমনিদের আল্লাহর উপরই ভরসা করা উচিত।”[সূরা তওবা, আয়াত: ৫১]

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

যে মুসবিত ঘটতে সটো আল্লাহর অনুমতিসাপক্ষেই ঘটতে। আল্লাহ না চাইলে সটো ঘটত না। কিন্তু, আল্লাহ অনুমতি দিয়েছেন, নরিধারণ করে রেখেছেন তাই সটো ঘটছে। আল্লাহ বলেন: “আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন বপিদই আপততি হয় না। যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, আল্লাহ তার অন্তরকে সৎপথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ সর্ববষিয়ে সর্বজ্ঞঃ।”[সূরা তাগাবুন, আয়াত: ১১]

অতএব, বান্দা যখন জানল যে, সকল মুসবিত আল্লাহর নরিধারণ অনুযায়ী ঘটতে সুতরাং বান্দার আবশ্যকীয় কর্তব্য সেই ঈমান রাখা, মনে নেওয়া এবং ধরৈ ধারণ করা। যেহেতু ধরৈ ধারণে প্রতিদিন হচ্ছে জান্নাত। যমেনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন: “আর তারা যে ধরৈধারণ করছে তার পরিণামে তিনি তাদেরকে জান্নাত ও রশেমী বস্ত্রের পুরস্কার প্রদান করবেন।”[সূরা ইনসান, আয়াত: ১২]

আল্লাহর পথে দাওয়াত দান এক মহান মশিন। যে ব্যক্তি দাওয়াতী কাজে তৎপর থাকে তাকে নানারকম কষ্ট ও বপিদ-মুসবিতের শিকার হতে হয়। এ কারণে আল্লাহ অন্য নবীদরে মত তাঁর রাসূলকেও ধরৈ ধারণ করার নরিদশে দিয়েছেন। তিনি বলেন: “যেভাবে উলুল-আযম রাসূলগণ ধরৈ ধারণ করেছেন আপনিও সেভাবে ধরৈধারণ করুন”[সূরা আহক্বাফ, আয়াত: ৩৫]

আল্লাহ তাআলা ঈমানদারদেরকে দকি নরিদশেনা দিয়েছেন যে, যদি কোন বষিয়ে তারা উদ্বিগ্ন হয় কথিবা তাদের কোন মুসবিত ঘটতে যায় তাহলে তারা যেন ধরৈ ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করে; যাতে করে আল্লাহ তাদের দুশ্চিন্তা দূর করে দেন এবং দ্রুত তাদেরকে মুক্ত করে দেন। “হে ঈমানদারগণ, তোমরা ধরৈ ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ ধরৈশীলদের সাথে রয়েছেন।”[সূরা বাকারা, আয়াত: ১৫৩]

আল্লাহ কর্তৃক নরিধারণি বিভিন্ন দুর্ঘটনা, আল্লাহর ইবাদত ও আল্লাহর আবধ্য না হওয়ার ক্ষত্রে ধরৈ ধারণ করা মুমনিরে উপর ফরয। যে ব্যক্তি ধরৈ ধারণ করবে কয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে বনি হিসাবে পুরস্কার দবিনে। আল্লাহ তাআলা বলেন: “ধরৈশীলদেরকেই তো তাদের পুরস্কার পূরণরূপে দয়ো হবে বনি হিসাবে।”[সূরা যুমার, আয়াত: ৯]

মুমনি তার খুশি ও দুঃখ উভয় অবস্থাতেই পুরস্কার পায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “মুমনিরে বষিটি খুবই বস্ময়কর। তার সর্ব বষিই কল্যাণকর। মুমনি ছাড়া অন্য কারো ক্ষত্রে এমনটি হয় না। যদি খুশি কিছু ঘটতে তখন সে শুরিয়া আদায় করে। আর যদি দুঃখের কিছু ঘটতে তখন সে ধরৈ ধারণ করে। ফলে যেটিই ঘটুক সটো তার জন্য কল্যাণকর।”[সহিহ মুসলিম (২৯৯৯)]

বপিদকালে আমাদেরকে কী বলতে হবে সে বষিয়েও আল্লাহ আমাদেরকে দকি নরিদশেনা দিয়েছেন। এবং জানিয়েছেন যে,

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

ধর্মৈযধারণকারীদরে জন্য তাদরে রবরে কাছে উন্নত মর্যাদা রয়েছে। তিনি বলেন: “আর আপনি ধর্মৈযশীলদেরকে সুসংবাদ দনি; যারা, তাদরেকে যখন বপিদ আক্রান্ত করে তখন বলে: **إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** (নশ্চিয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং নশ্চিয় আমরা তাঁর দকি প্রত্যাবর্তনকারী)। তাদরে উপরই রয়েছে তাদরে রবরে পক্ষ থেকে মাগফরাত ও রহমত এবং তারাই হদিয়াতপ্রাপ্ত।”[সূরা বাকারা, আয়াত: ১৫৫-১৫৭]